গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৮

পরিপত্র

নং-ভূম/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/৯১/২১৭

তারিখঃ ৩০-০৩-৯২ ইং / ১৬-১২-৯৮ বাং

বিষয়ঃ চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা।

চিংড়ি একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় পণ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই চিংড়ি খাতকে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা অপসারণ করিতে হইবে। উৎপাদন প্রক্রিয়াকে যথাসময়ে বাধামুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এই পণ্যের প্রধানতম উপকরণ ভূমি। চিংড়ি চাষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা থাকা অপরিহার্য্য। প্রস্তাবিত নীতিমালার লক্ষ্য শুধু উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনই নয়, সেই সাথে উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত তৃণমূলে অবস্থিত মানুষটির আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অবস্থান গ্রহণ। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ভূমি ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ চাষীদের ভাগ্যোন্নয়নে অংগীকারাবদ্ধ। চিংড়ি চাষের গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করিয়া সরকার চিংড়ি চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জরিপ, বন্টন ও উৎপাদন বিষয়ক যে সকল নিয়মনীতি আছে তাহা গভীরভাবে পর্যালোচনান্তে চিংড়ি চাষোপযোগী অনুকূল ভূমি ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত নীতিমালা জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

২। সরকার চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়ি মহাল হিসাবে ঘোষণার মাধ্যমে চিংড়ি মহালের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং চিংড়ি উৎপাদন বিষয়ে ভূমি সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক নীমিালা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন ঃ

(১) চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি থাকিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) জাতীয় চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

১.	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় --	সভাপতি
২.	চিংড়ি মহাল এলাকা হইতে সরকার কর্তৃক ------------------------------ মনোনীত ৩ (তিন) জন সংসদ সদস্য/সদস্যা	সদস্য
৩.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় --	সদস্য
৪.	সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় -----------------------------------	সদস্য

৫.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় --------------------------------------	সদস্য
৬.	সচিব, সেচ, পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় ---------------------	সদস্য
৭.	কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা বিভাগ --------------------------------------	সদস্য
৮.	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন চিংড়ি চাষী -----------------------	সদস্য
৯.	যুগ্ম-সচিব চিংড়ি মহালের দায়িত্বে নিয়োজিত, ভূমি মন্ত্রণালয় -------------	সদস্য

(খ) কমিটির কর্ম পরিধি ঃ

১. চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি নির্ধারণ,

২. চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ব্যবস্থাদি গ্রহণ,

৩. আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন,

৪. চিংড়ি মহাল ব্যবস্থানা কমিটির কার্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা,

৫. চিংড়ি মহাল ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সুপারিশ,

৬. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনানুযায়ী সভায় মিলিত হইবে।

(২) চিংড়ি চাষের জন্য জমি চিহ্নিতকরণ এবং চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জমি বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে একটি করিয়া কমিটি থাকিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) জেলা চিংড়ি মহাল কমিটি ঃ

১.	জেলা প্রশাসক ---	সভাপতি
২.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/প্রতিনিধি --------------------------------------	সদস্য
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, ও এন্ড এম / ডিভিশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড/প্রতিনিধি ----	সদস্য
৪.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/প্রতিনিধি --	সদস্য
৫.	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন চিংড়ি চাষী -----------------------	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) -------------------------------------	সদস্য।

এতদ্ব্যতীত, মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় অন্ততঃ দুইজন সংসদ সদস্য/সদস্যা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন।

(খ) কমিটির কর্ম পরিধি ঃ

১। সংশ্লিষ্ট জেলায় চিংড়ি চাষ উপযোগী নতুন জমি চিহ্নিত করা ও চিংড়ি মহাল ঘোষণার ব্যাপারে সুপারিশ এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালাসহ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ।

পাতা নং-৩

২। নীতিমালা অনুযায়ী চিংড়ি চাষের জমি বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ প্রণয়ন এবং বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ,

৩। কারিগরি দিক বিবেচনাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসংগত আপত্তি থাকিলে উহা কমিটি শুনানীর মাধ্যমে নিস্পত্তি করিবেন,

৪। কমপক্ষে প্রতি ৬ মাসে একবার ইজারা জমি ব্যবহার পর্যালোচনাপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ,

৫। সরকার/জাতীয় কমিটি/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনানুযায়ী সভায় মিলিত হইবে।

(৩) চিংড়ি মহাল এলাকা ঃ

(ক) বর্তমান চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়ি মহাল হিসাবে ঘোষণা করা হইবে। ঘোষিত এলাকা ম্যাপ ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি জেলা সদরে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ঘোষিত এলাকার আয়তন পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ অন্তর্ভূক্ত হয়। জেলা সদরে সংরক্ষিত কাগজাদির কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে এবং মন্ত্রণালয়ের একজন সুনির্দিষ্ট অফিসার তাহা সংরক্ষণ ও সম্ভব Computerized করিবেন। ইজারা প্রদানকারীদের নাম ও অন্যান্য বিবরণ এবং পরবর্তীতে তাহাতে কোন পরিবর্তন হইলে তাহাও মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণায় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা/বোর্ড কর্তৃক বিশেষ এলাকা চিংড়ি মহাল হিসাবে নির্দিষ্টকরণ করা হইলে বা কোন বিশেষ প্রস্তাব আসিলে মন্ত্রণালয় উক্ত এলাকাকে চিংড়ি মহাল হিসাবে ঘোষণা করিতে পারে।

(গ) নতুন কোন এলাকাকে চিংড়ি মহাল হিসাবে চিহ্নিত করিতে হইলে জেলা প্রশাসক জেলা কমিটির প্রস্তাব/সুপারিশ ৩০ দিনের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া মতামতসহ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে বিষয়টি জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(ঘ) চিংড়ি মহাল এলাকায় কোন খাস জমিই কৃষি জমি হিসাবে স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে না। ইতিমধ্যে চিংড়ি মহাল এলকায় কৃষি জমি হিসাবে প্রদত্ত সকল বন্দোবস্ত এই নীতিমালা জারীর সাথে সাথে চিংড়ি মহাল হিসাবে চিংড়ি চাষের জন্য প্রদত্ত জমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৪) চিংড়ি মহালের খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানে শর্তাবলী ঃ

(ক) দরখাস্তকারীকে মৎস্য জীবি/মৎস্য ব্যবসায়ী/মৎস্য প্রক্রিয়াকারী হইতে হইবে।

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে।

পাতা নং-৪

(গ) কারিগরি অভিজ্ঞতা এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(ঘ) আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিতে হইবে।

(ঙ) চিংড়ি জমি চাষের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(চ) পরিবারের একাধিক সদস্যদের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে না।

(ছ) খামার প্রতি অনধিক ১০ (দশ) একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে যাহাতে উভয় জমির পরিমাণ ১৫ (পনের) একরের অধিক না নয়। এই শর্তের ব্যতিক্রম হিসাবে কেবলমাত্র প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিকগণকে এবং উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধিতিতে চিংড়ি চাষের জন্য কোন প্রকল্প আর্থিক ও কারিগরী দিক দিয়ে যোগ্য বিবেচিত হইলে আবেদনকারী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুর্ধ ৩০ (ত্রিশ) একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে। উল্লিখিত বন্দোবস্তের পরিমাণ বিশেষ ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) একরের উর্দ্ধে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনমত নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(জ) ব্যক্তি মালিকানাধীন ঘের/ঘোনা-এর মধ্যবর্তী খাস জমি খাল বা জমি ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘের/ঘোনা মালিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(ঝ) একর প্রতি ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা বার্ষিক সেলামীতে অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের মেয়াদে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। প্রতি বৎসর ৫% হারে অর্থাৎ একর প্রতি ৭৫/- (পঁচাত্তর) টাকা হারে বর্ধিত খাজনা প্রদান করিতে হইবে। প্রতি ৫(পাঁচ) বৎসর অন্তর খাজনা পুনঃনির্ধারণ করা যাইতে পারে। তবে খাজনা পুনঃনির্ধারিত না হইলে উল্লিখিত ৫% বার্ধিত হারেই খাজনা আদায় করা হইবে।

(৫) চিংড়ি খাস জমি গ্রহীতাদের নিম্নোক্ত শর্তাদি অবশ্যই পালন করিতে হইবে ঃ

(ক) বরাদ্দগ্রহীতা বরাদ্দ প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে ধার্যকৃত প্রথম বাৎসরিক সেলামী সম্পূর্ণ প্রদানপূর্বক চুক্তিনামা সম্পাদন করিবেন এবং জমির দখল বুঝিয়া নিবেন।

(খ) প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত হারে সেলামী/ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। ইজারা মূল্য মৎস্য আহরণের পূর্বেই পরিশোধিত হওয়া আবশ্যক।

(গ) প্রতি বছর জমিতে চিংড়ি উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক ইজারাদারের এলাকা স্বতন্ত্র থাকিবে এবং কোন অবস্থাতেই ঘের ভাংগিয়া একাধিক ইজারাদারের এলাকা যোগ করা যাইবে না।

(ঙ) বন্দোবস্ত জমি হস্তান্তর করা যাইবে না।

(চ) উপরোক্ত শর্তাদি পালনে ব্যর্থ হইলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সময় বন্দোবস্ত বাতিল করা যাইবে এবং জমির উপর বরাদ্দগ্রহীতার কোন দাবি থাকিবে না।

(ছ) বন্দোবস্তকৃত জমি চিংড়ি উৎপাদন ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ব্যবহার করা যাইবে না এবং ইহার অন্যথা হইলে জেলা প্রশাসক বন্দোবস্ত বাতিল করিতে পারিবেন।

(জ) ইজারা মেয়াদ শেষ হইলে চিংড়ি উৎপাদনের জন্য পুনরায় নতুন করিয়া আবেদন করিতে হইবে এবং শর্ত থাকিবে যে, পূর্বের ইজারা কোন অজুহাতেই কোন অধিকার বা দাবী প্রতিষ্ঠা করিবে না এবং এই মর্মে চুক্তিপত্রে সুনির্দিষ্ট উল্লেখিত থাকিতে হইবে।

(ঝ) ইজারাদারের ঘেরের মধ্যে কোন চাষী/প্রান্তিক চাষীর জমি কেহ ব্যক্তিগতভাবে বন্দোবস্ত গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট চাষীকে যথোপযুক্ত খাজনা/ফসলাদি ক্ষতিপূরণ যথাযথভাবে পরিশোধ করিতে হইবে।

(ঞ) অতীতে উপরোল্লিখিত বিষয়ে বহু অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে এবং অনেক কৃষক এই প্রসংগে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কি প্রান্তিক চাষী তাহার শেষ সম্বলটুকুও হারাইয়াছে। চিংড়ি উৎপাদন উৎসাহিত করা যায়, কিন্তু স্বল্প জমির মালিক বা প্রান্তিক চাষীর অধিকার সংরক্ষণ সরকারের অপর একটি কর্তব্য। চুক্তিনামা সম্পাদনের সময় এই বিষয়ে ইজারাদারকে অংগীকারনামা দিতে হইবে। এই রূপ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে দরখাস্তের মাধ্যমে অভিযোগ জানাইলে তদন্তপূর্বক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে শুনানীঅন্তে জেলা প্রশাসক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারী খাস জমি/চিংড়ি মহালের ইজারা এইক্ষেত্রে বাতিল করিতে পারিবেন।

(৬) <u>চিংড়ি মহাল জমি বন্টন প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে ঃ</u>

(ক) বরাদ্দ গ্রহীতাগণ প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি সহ জেলা প্রশাসক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করিতে পারিবেন যাহা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসককে সিদ্ধান্ত জানাইবে ও দরখাস্তকারীকে সরাসরি পত্র মারফত অবগতি করিবে। জেলা প্রশাসক অনুমোদন প্রাপ্তি ও খাজনা আদায়ের পর নির্দিষ্ট documantation করিয়া দিবেন, তাবে ইজারার শর্তাদি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত খসড়া অনুযায়ী হইতে হইবে।

(খ) ঘোষিত চিংড়ি মহালের মধ্যে কোন চিংড়ি চাষী অনুরূপ চাষ করিতে চাহিলে সরকারী ফি পরিশোধ পূর্বক লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ লাইসেন্স বিহীন চিংড়ি চাষ করিলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সরকারী জমি ইজারা গ্রহণ না করিয়াও কেহ ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে প্রান্তিক চাষীর জমি ব্যবহার করিলে এবং সেই বিষয়ে কোন অভিযোগ আসিলে শুনানীঅন্তে জেলা প্রশাসক লাইসেন্স বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পাতা নং-৬

(গ) সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে নুতন জমি চিংড়ি মহালের আওতায় আসিলে তাহা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের দীর্ঘ process এড়াইয়া যাইতে হইবে এবং স্থানীয় জরিপ কর্মকর্তা দ্বারা উহা দ্রুত চিহ্নিত করিতে হইবে।

(ঘ) জেলা কমিটি যেহেতু চিংড়ি চাষী চিহ্নিতকরণ সার্বিক দায়িত্বে থাকিবে, সেহেতু সর্বপ্রকার ন্যায় বিচার নিশ্চত করিতে হইবে। একই সাথে যে সকল চাষী অসত্য তথ্য প্রদান বা প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া তঞ্চকতার মাধ্যমে ইজারা গ্রহণ করিবে, তাহাদের ইজারা বাতিলসহ ফৌজদারী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা উক্ত কমিটির সার্বিক এখতিয়ারভূক্ত হইবে।

৩। এই নীতিমালা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যার উদ্ভব হইলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। এই নীতিমালা জারীর সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত চিংড়ি জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা সংক্রান্ত সকল আদেশ/পরিপত্র ইত্যাদি বাতিল/রহিত হইয়া যাইবে।

স্বাক্ষর/-
(আমিনুল ইসলাম)
সচিব

নং-ভূম/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/৯১/২১৭/১(৩৭)

তারিখঃ ৩০-০৩-৯২ ইং / ১৬-১২-৯৮ বাং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ-

১। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৩। সচিব, সেচ, পানি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।

৪। কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা বিভাগ।

৫। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষ্মীপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/বরগুনা/ পিরোজপুর/ জালকাঠি/খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা।

৬। অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষ্মীপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী/ ভোলা/ বরগুনা/ পিরোজপুর/ জালকাঠি/খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা।

৭। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

৯। ব্যক্তিগত সহকারী, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)/(উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষর/-
তাং ৩০/৩/৯২ খ্রিঃ
(এ, এফ, নূরুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।